দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR 31 2002

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঃ অর্ধাভাবে নামো শংকরবাটী হাইস্কুলের দ্বিতল ভবনের কাজ মাঝপথে বন্ধ —জনকণ্ঠ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে নয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ মুখ থুবড়ে পড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, *চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে*

প্রকল্পের নির্ধারিত সময় অতিক্রম, বরাদ্দ টাকা যথা সময়ে রিলিজ না করায় এবং বরাদ্দ অর্থ বণ্টনে কারচুপির কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ মুখ থুবড়ে পঁড়েছে। আর এই কারণে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা কার্যক্রম থেকে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ৭টি মাধ্যমিক স্কুল, একটি মাদ্রাসা ও একটি ডিগ্রী কলেজ। ডবল শিফট প্রকল্পের আওতায় সদর থানার নামো শঙ্করবাটী হাইস্কুল ও কানসাট হাইস্কুলে একটি করে নতুন ভবন নির্মাণের তিন বছর মেয়াদী প্রকল্পের শেষ বছর কাজ শুরু হয়। প্রতিটি স্কুলের বরাদ্দ ছিল ১৩ লাখ ৩২ হাজার টাকা। কাজ শুরু হবার তিন মাসের মধ্যে (জুন-২০০১) প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় টাকা আসা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঠিকাদার কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে কেটে পড়ে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বার বার তাগিদের পরেও এই প্রকল্পের নতুন করে অর্থ যোগান দেয়া হচ্ছে না। ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ভবনের নির্মাণ কাজ। আর এর ফলে বড় ধরনের ভোগান্তির শিকার হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। এই দু'টি স্কুলের প্রতিটি শ্রেণীতে তিনটি করে শাখার প্রতিটিতে ৭০-এর অধিক ছাত্রছাত্রী বাধ্য হয়ে গাদাগাদি করে বসে ক্লাস করছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টার এমপ্রুভমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় সদর থানায় একটি হাইস্কুল ও শিবগঞ্জ উপজেলায় একটি কলেজ ও একটি মাদ্রাসাসহ তিনটি হাইস্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ৪ মাস আগে টেন্ডার আহ্বান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হলেও কার্যাদেশ দিতে গড়িমসি করা হচ্ছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দেয়া হয়েছে ২৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা। চরাঞ্চলের এসব ভবন নির্মাণে (১০টি রুম) আরসিসি পিলারের ওপর ব্যবহার করা হবে টিনের ছাউনি। চারদিকের প্রাচীর হবে টিনের, যাতে করে কোন সময় অধিক বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে দ্রুত টিনের চালা ও প্রাচীর সরিয়ে অন্যত্র স্থাপন করা যায়। কিন্তু জট বেঁধেছে টাকা নিয়ে। বার বার তদ্বির করেও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। এ মুহূর্তে কাজ শুরু না করলে বর্ষা এসে পড়লে কাজ শেষ না হয়ে প্রকল্প বাতিল হয়ে যেতে পারে। অথচ এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যেকটি '৯৮ ও পরবর্তী বছরের বন্যা ও ভাঙ্গনে নদী গর্ভে চলে যাবার পর নতুন করে খড়, বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়েছে। নতুন ভবন নির্মাণ না করা পর্যন্ত লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। এসব প্রতিষ্ঠান নির্মাণে অর্থ যোগান দিচ্ছে এডিবি। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে সদর উপজেলার নারায়ণপুর মাহমুদা মতিউল্লাহর হাইস্কুল, শিবগঞ্জ উপজেলার পাকা নারায়ণপুর হাইস্কুল, রাধাকান্তপুর হাইস্কুল, রাধাকান্তপুর মাদ্রাসা, মোল্লাটোলা হাইস্কুল ও বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর কলেজ। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বিদেশী অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পে কনসালটেন্টের মতামত ছাড়া টাকা রিলিজ করা হয়নি। এ প্রকল্প এতদিন কোন কনসালটেন্ট ছিলেন না বলে চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ রাজশাহী বিভাগের সব ক'টি প্রকল্প ঝুলে রয়েছে। এই জেলায় সবচেয়ে সমস্যার মধ্যে পড়েছে স্থানীয় ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ বহরমপুর ঘোড়াপাখিয়া হাইস্কুল নিয়ে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে এ স্কুলে একটি পৃথক ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে গত সরকারের আমলে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাঝপথে উন্নয়ন কাজ বন্ধ হয়ে যাবার মুখে পড়েছে। এ প্রকল্পের কাজ বন্ধ করার মানসে মাত্র ১০/১৫ হাজার আবার কখনও ২০/২৫ হাজার করে টাকা রিলিজ করছে। এই নিয়ে ঠিকাদারের সঙ্গে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটছে। বর্তমানে আর কোন টাকায় আসছে না। ঠিকাদার কাজ ফেলেও পালাতে পারছে না। আবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাভাবে কাজও শেষ করতে পারছে না। একটা লেজেগোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ক্লাস রুমের অভাবে স্কুলটিতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ